১০ দিনের প্রার্থনা

মধ্যপ্রাচ্য এবং ইজরায়েলের পুনর্জাগরণের জন্য

১০ দিনের প্রার্থনা

যীশু তার শিষ্যদেরকে জেরুজালেম শহরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য। তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা কাজ সম্পাদন করার জন্য, যীশু খ্রীস্টের সুসমাচারের সাক্ষী হতে, এবং সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিষ্য তৈরি করতে তারা পবিত্র আত্মার কাজ থেকে সক্রিয় শক্তি পাবে!

অ্যাক্টস্ ১:৮ "কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন তোমাদের ওপর নেমে আসবে তখন তোমরা শক্তি পাবে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে জেরুজালেমে, এবং সমস্ত জুডিয়া ও সামারিয়াতে, এবং এমনকি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে।

দশ দিনের জন্য, তারা নিজেদেরকে পবিত্র করেছিল এবং নিজেদেরকে একই সূত্রে চালিত করেছিল, প্রার্থনা করেছিল এবং পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুত উপহার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল। অবশেষে, পেন্টেকস্টের দিন, যারা উপরের ঘরে জড়ো হয়েছিল পবিত্র আত্মা তাদের ওপরে তার আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছিলেন, যার ফলে ৩,০০০ নতুন যীশু অনুসরণকারী তৈরি হয়েছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, চার্চগুলি, এই স্মরণীয় ঘটনাটিকে, ঠিক আগেকার মতোই পেন্টেকস্টের আগের দশ দিন পালন করে আসছে। এই বছর, ২০২৪ সালে, আমরা আপনাকে উৎসাহিত করছি আমাদের সাথে এই দশ দিনের প্রার্থনায় যোগদান করার জন্য - কায়রো থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত ইশাইয়া ১৯ হাইওয়ের ওপর অবস্থিত ১০টি শহরের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। আমরা প্রার্থনা করছি এই শহরগুলির মানুষদের ওপর যেন নতুন করে পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

বাইবেলের প্রতিশ্রুতি যা পাওয়া যায় ইশাইয়া ১৯:২৩ (ইএসভি) -তে,

"সেই দিনে মিশর(ইজিপ্ট) থেকে আসিরিয়া পর্যন্ত একটি মহাসড়ক(হাইওয়ে) তৈরি হবে, এবং আসিরিয়া মিশরের দিকে আসবে, এবং মিশর আসিরিয়ার দিকে যাবে, এবং মিশরীয়রা আসিরীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে উপাসনা করবে। সেই দিনে ইজরায়েল মিশর এবং আসিরিয়-র সঙ্গে তৃতীয় দেশ হিসাবে মিলিত হবে, পৃথিবীর মাঝখানে একখানি আশীর্বাদের মতন, যাকে সর্বশক্তিমান প্রভু আশীর্বাদ করেছিলেন, বলেছিলেন, 'ধন্য মিশর আমার প্রজা, এবং আসিরিয়া আমার হাতের কাজ, এবং ইজরায়েল আমার ঐতিহ্য।'"

এই দশটি শহরের প্রত্যেকটি (প্রতিদিন ১টি করে) কায়রো থেকে আজকের দিনের আসিরিয়া হয়ে, জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মহাসড়কের উপর অবস্থিত।

আমরা এই দশ দিন ধরে লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীদের সাথে একযোগে প্রার্থনা করব, রবিবার, ১৯শে মে, পেন্টেকস্টের দিনে প্রার্থনা করতে সম্মত হয়েছে, যারা ইজরায়েল এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অবিশ্বাসী ইহুদীদের মুক্তির জন্য উচ্চস্বরে প্রার্থনা করবে।

রোমানস্ ৯-১১ অনুসারে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল যে ইজরায়েল (ইহুদি জনগণ) ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং শক্তি অনুভব করার জন্য ঈশ্বরীয় ঈর্ষায় প্ররোচিত হবে যা তারা তাদের আত্মার পূর্ণতার মাধ্যমে ইহুদি নয় এমন বিশ্বাসীদের জীবনে প্রত্যক্ষ করবে (রোমানস্ ১১:১১)। ইজরায়েলের পরিত্রাণ শেষের সময়ে ইহুদি নয় যারা তাদের পূর্ণতার সঙ্গে জড়িত (রোমানস্ ১১:২৫)। যারা ইহুদি নয় তাদের পূর্ণতা (ভার্স ২৫) ইজরায়েলকে পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যাবে (ভার্স ২৬), যার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের মহিমা সমগ্র পৃথিবীকে পূর্ণ করবে যেমনভাবে জল সমুদ্রকে পূর্ণ করে রাখে। (হাবাক্কুক ২:১৪)

প্রতিদিন আমরা এই ১০টি শহরের জন্য সহজ, বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা পয়েন্ট সহ এখানে উপস্থাপন করেছি। আপনি ১০ দিন ধরে একসাথে প্রার্থনা করার জন্য আপনার বাড়িতে, বাড়ি গীর্জা, বা প্রার্থনা কক্ষে সবার সঙ্গে জড়ো হতে পারেন। আসুন আমরা ঈশ্বরকে তার মহিমা, আমাদের আনন্দ, এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বহু মানুষের পরিত্রাণের জন্য যা কিছু চাইতে পারি বা কল্পনা করতে পারি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু করার জন্য প্রার্থনা করি!

১ম দিন - ১০ই মে

কায়রো, ইজিপ্ট

কায়রো, যা আরবী অনুবাদ হিসাবে যার অর্থ “বিজয়ী”, হল মিশর বা ইজিপ্ট-এর রাজধানী এবং আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল মহানগর বা মেট্রোপলিটন এলাকা। কায়রো একটি বিস্তৃত, প্রাচীন শহর যা নীল নদের তীরে অবস্থিত এবং বিশ্বের অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থান, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, মানুষ, এবং ভাষার আবাসস্থল।

কায়রো প্রাচীন মিশরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ গিজা পিরামিড কমপ্লেক্স এবং মেমফিস ও হেলিওপলিস-এর প্রাচীন শহরগুলি এই ভৌগলিক এলাকার মধ্যেই অবস্থিত।

সমস্ত মিশরীয়দের মধ্যে প্রায় ১০% মানুষ কপ্টিক অর্থোডক্স খ্রীস্টান হিসাবে চিহ্নিত, যা ইসলাম আবির্ভাবের আগে কায়রোর প্রধান ধর্ম ছিল। এই শহরে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এই ধর্মকে বা অন্য কোনো ধরনের খ্রীস্টান ধর্মের বৃদ্ধিকে সীমিত করেছে।

আধ্যাত্মিক সুযোগের একটি ক্ষেত্র হল প্রায় এক মিলিয়ন অনাথ শিশু যারা কায়রোর রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষা বা ছোট ছোট চুরির আশ্রয় নেয়। এই চ্যালেঞ্জগুলি এই বিজয়ী শহরে যীশুর অনুসরণকারীদের নেটওয়ার্কের জন্য একটি অবিশ্বাস্য সুযোগ প্রদান করে যা একটি প্রজন্মকে শিষ্যত্ব প্রদান করার মাধ্যমে সমগ্র মিশর জাতিকে রূপান্তরিত করতে পারে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্যালেস্তাইনি আরব, নাজদি আরব ও উত্তর ইরাকি আরব মানুষদের মধ্যে বাড়ি গীর্জার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই শহরের ১৭টি ভাষায় ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই শহরের জন্য ঈশ্বরের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের পুনরুত্থানের জন্য প্রার্থনা করুন।

“রাত্রি অনেক দূরে, হাতে রয়েছে সারাটা দিন। তাই, আসুন আমরা অন্ধকারের কাজগুলি বর্জন করি, এবং আসুন আমরা আলোর বর্ম পরিধান করি।”

রোমানস্ ১৩:১২বি (কেজেভি)

২য় দিন - ১১ই মে

আমান, জর্ডন

"রাত্রি অনেক দূরে, হাতে রয়েছে সারাটা দিন। তাই, আসুন আমরা অন্ধকারের কাজগুলি বর্জন করি, এবং আসুন আমরা আলোর বর্ম পরিধান করি।"

রোমানস্ ১৩:১২বি (কেজেভি)

আমান হল বৈপরীত্যের শহর। এটি জর্ডনের রাজধানী, এবং এই শহরটি প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি যারা নিজের অস্তিত্ব এখনও টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। এই শহরেই পৃথিবীর প্রাচীনতম মূর্তিগুলি রয়েছে, এইন গাজাই মূর্তিগুলি প্রায় ৭৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগে তৈরি হয়েছিল। আবার একইসঙ্গে, আমান হল একটি আধুনিক শহর যা এই দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র।

যদিও এটি একটি তরুণ রাষ্ট্র, জর্ডন দেশটির মধ্যে একটি প্রাচীন ভূমি অন্তর্গত রয়েছে যা অনেক অনেক সভ্যতার চিহ্ন বহন করে। প্রাচীন প্যালেস্তাইন থেকে জর্ডন নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন, এই অঞ্চলটি বাইবেলের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল, এবং মোয়াব, গিলিয়েড এবং এডোমের প্রাচীন বাইবেলের রাজ্যগুলি এখানকার সীমানার মধ্যেই রয়েছে।

আমান, অ্যামোনাইটসের "রাজকীয় শহর", সম্ভবত রাজা ডেভিডের জেনারেল জোয়াব যে মালভূমি নিয়েছিলেন তার উপরে এটি একটি অ্যাক্রোপলিস বা নগরদূর্গ ছিল। অ্যামোনাইট শহরটির আধিপত্য রাজা ডেভিডের প্রভুত্বের অধীনে কমানো হয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজকের সমসাময়িক এই শহরটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিকভাবে, একটি নতুন দৃষ্টান্ত প্রয়োজন, যেখানে ডেভিডের পুত্র ঈশ্বরের সত্য আলো দিয়ে জর্ডন দেশটিকে আলোকিত করবেন।

প্রার্থনা করার উপায়:

- গোপন বাড়ি গীর্জাগুলির সাহসিকতা এবং উৎসাহের জন্য প্রার্থনা করুন কারণ তারা এই শহরের ৩১টি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের কাছে দল পাঠিয়েছে, বিশেষ করে ইজিপ্সীয়ান আরব, সাইদি আরব, এবং লিবিয়ান আরব।
- গীর্জাগুলির মধ্যে ঐক্যের জন্য এবং সুসংবাদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত এবং অর্থোডক্স খ্রীস্টানদের সাহসিকতার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের রাজ্য যাতে বিশ্ববিদ্যালয়, কফিশপ, বাড়ি এবং কারখানা সব জায়গায় প্রবেশ করতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই শহরে ২৪/৭ প্রার্থনা কক্ষের জন্য প্রার্থনা করুন।

৩য় দিন - ১২ই মে

তেহরান, ইরান

"এবং যে বাড়িতেই যাবেন, প্রথমে বলবেন, 'এই বাড়িতে শান্তি হোক।' এবং যদি সেখানে একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ থাকেন, তোমার শান্তি তার ওপর বর্ষাবে; কিন্তু যদি না থাকে, তবে তা তোমার কাছেই ফিরে আসবে।"
লূক ১০:৫ (এনএএসবি)

বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম জায়গাগুলির বিপরীতে, ইরান হল একটি শিয়া রাষ্ট্র। বিশ্বের ইসলাম অনুসরণকারীদের মধ্যে শিয়া মুসলিমদের সংখ্যা হল ১৫ শতাংশ।

বছরের পর বছর ধরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সংমিশ্রণ, সেইসাথে নৈতিক পুলিশের হাতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর কারণে বর্তমান সামাজিক পতন, তেহরানকে ভীষণ ভাবে অশান্ত করে তুলেছে। এর ফলে সুসমাচারের আশার বার্তা এখানে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

যেহেতু তাদের কিছু নেতা হিংসাত্মক, শহীদের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, শিয়ারা বুঝেছে যে অধার্মিক মানুষেরা একজন ধার্মিক মানুষকে হত্যা করতে পারে। এই কারণের জন্যই, রোমান ক্রুশে যীশুর মৃত্যু তাদের কাছে অতটা আশ্চর্যের নয় যতটা সুন্নিদের কাছে।

অনেকগুলি কারণের মধ্যে এগুলো মাত্র কয়েকটি কারণ যে ইরান বিশ্বের দ্রুত বেড়ে চলা যীশু-অনুসরণকারী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে নিজের অবদান রাখছে। প্রার্থনা করুন যেন ইরানীদের মহানতা, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা এবং এমনকি ধার্মিকতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তা যেন শেষ পর্যন্ত যীশুর উপাসনার মাধ্যমে পূরণ হতে পারে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন যে সরকার, ব্যবসা, শিক্ষা এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশ্বাসীরা সুসমাচারের প্রভাব ফেলবে।
- আত্মগোপন করে থাকা বিশ্বাসীদের জাগরণ এবং শক্তিশালী করার জন্য এবং তাদের বিশ্বাস অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার সাহসিকতার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে চিহ্ন, অলৌকিক এবং শক্তির মাধ্যমে তা আসে এবং ইরানের ৩১টি প্রদেশে শিষ্য তৈরি ও গীর্জা স্থাপনের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তার জন্য প্রার্থনা করুন।

৪র্থ দিন - ১৩ই মে

বাসরা, ইরাক

বাসরা আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ ইরাকে অবস্থিত একটি শহর। এটি এই দেশের সবচেয়ে বড় বন্দর।

ইসলামিক রহস্যবাদ বাসরায় প্রথম চালু করেন আল-হাসান আল-বাসরি এবং তা মোহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। যা সুফিবাদ নামেও পরিচিত ছিল, এটি ছিল ইসলামের জগতে ক্রমবর্ধমান জাগতিকতা হিসাবে একটি সাধু প্রতিক্রিয়া। বর্তমানে বাসরার মু'তাজিলাহ্-তে একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যালয় রয়েছে।

ভার্জিন মেরি ক্যাল্ডিয়ান গীর্জা হল বসরার বৃহত্তম খ্রীস্টান উপাসনা কেন্দ্র এবং এটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। যদিও, এই শহরে খুব কমই যীশু অনুসরণকারী রয়েছে। অনুমান করা হয় মোটামুটি ৩৫০টি পরিবার খ্রীস্ট ধর্মের কোন একটি ধারা অনুসরণ করে।

যদিও ইরাকের খ্রীস্টানরা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রাচীনতম খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু বিগত ১৫ বছর ধরে চলা ক্রমাগত যুদ্ধ ও অশান্তি এইসব মানুষদের অনেককেই বাসরা ছেড়ে এবং এমনকি এই দেশ ছেড়ে চলে যেতেও বাধ্য করেছে। তারা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভয় পায় এবং সরকার যে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা তারা বিশ্বাস করে না।

প্রার্থনা করার উপায়:

- বাসরার মানুষের জন্য প্রার্থনা করুন খ্রীস্ট যাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে বসবাস করেন এবং তারা যেন যীশুর ভালোবাসা কি তা জানতে পারে।
- প্রার্থনা করুন যেন গোপন গীর্জার নেতারা ঈশ্বরের সত্য এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।
- ঈশ্বরের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য যাতে এই শহরের জন্য পুনরুত্থিত হয় তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাসরায় যেন একটি প্রার্থনা আন্দোলন শুরু হয় এবং তা আশেপাশের সমস্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য প্রার্থনা করুন যেন।

"এবং শেষের দিনগুলিতে এটা ঘটবে, ঈশ্বর বললেন, যে আমি সমস্ত মানুষদের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেবো।"

অ্যাক্টস্ ২:১৭এ (এনকেজেভি)

৫ম দিন - ১৪ই মে

বাগদাদ, ইরাক

বাগদাদ, পূর্বে "শান্তির শহর" নামে পরিচিত ছিল এবং টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি আরব বিশ্বে কায়রোর পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

৭০এর দশকে যখন ইরাক তার স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক মর্যাদার উচ্চতায় ছিল, তখন মুসলিমরা বাগদাদকে আরব বিশ্বের কসমোপলিটন সেন্টার হিসাবে সম্মান করত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে গত ৫০ বছর ধরে চলা ক্রমাগত যুদ্ধ এবং সংঘাত সহ্য করার ফলে, এই প্রতীকটি এখন এখানকার মানুষের কাছে একটি বিবর্ণ স্মৃতির মত অনুভূত হয়।

সাম্প্রতিক কালে ২০০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, অনুমান করা হয়েছিল যে বাগদাদে প্রায় ৮০০,০০ জন খ্রীস্টান বসবাস করতেন। আজ, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষকেই ইরাক ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, একটি শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান গোপন বাড়ি গীর্জা আন্দোলন এই শহরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই ছোট মন্ডলীগুলির নেতারা ইরাকের রাজধানী এই শহরটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- বাগদাদে বসবাসকারী ইরাকি আরব, উত্তর ইরাকি আরব এবং উত্তর কুর্দিদের মধ্যে সুসমাচার আন্দোলন শুরু করতে বাড়ি গীর্জা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাড়ি গীর্জাগুলি নির্মূল করে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঐতিহাসিক গীর্জাগুলির জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা তাদের বিশ্বাস অন্যদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা এবং সাহসিকতায় পূর্ণ হয়।
- প্রার্থনা এবং সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

“শান্তির বন্ধনের মাধ্যমে আত্মার ঐক্য বজায় রাখার জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করো।”
এফেসিয়ানস্ ৪:৩ (এনআইভি)

৬ষ্ঠ দিন - ১৫ই মে

মোসুল, ইরাক

নিনাওয়া গভর্নরেটের রাজধানী মোসুল, হল ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানকার জনসংখ্যা ঐতিহ্যগতভাবে কুর্দ এবং খ্রীস্টান আরবদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। অনেক জাতিগত সংঘাতের পর, ২০১৪ সালের জুন মাসে শহরটি ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট (আইএসআইএল)-এর হাতে চলে যায়। ২০১৭ সালে, ইরাকি এবং কুর্দিস বাহিনী শেষ পর্যন্ত সুন্নি বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। তারপর থেকে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রোফেট বা নবী জোনাহ এখনকার মোসুলে একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও এটা অনুমান মাত্র। নিনভেহ প্রাচীন অ্যাসিরিয়ার টাইগ্রিস নদীর পূর্ব তীরে ছিল এবং মোসুল ছিল পশ্চিম তীরে। নেবি ইউনিসকে জোনার ঐতিহ্যবাহী সমাধি হিসাবে সম্মান করা হয়, তবে ২০১৪ সালের জুলাইয়ে আইএসআইএল এই সমাধিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

২০১৭ সালে পুনরুদ্ধার করার পর থেকে, আজ মাত্র কয়েক ডজন খ্রীস্টান পরিবার মোসুলে ফিরে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশ থেকে যীশু-অনুসরণকারী এবং গীর্জা স্থাপনকারীদের নতুন দল এখন মোসুলে প্রবেশ করছে এবং এই পুনরুদ্ধার হওয়া শহরের মানুষদের সাথে সুসংবাদ শেয়ার করছে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- এই শহরের ১৪টি ভাষায় ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করুন।
- সেই দলগুলির জন্য প্রার্থনা করুন যারা এই শহরে গীর্জা স্থাপন এবং সুসমাচার শেয়ার করে নেওয়ার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাদের অতিপ্রাকৃত সুরক্ষা এবং প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনার একটি শক্তিশালী আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করুন যা মোসুলে জন্ম নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।
- যীশুর অনুগামীরা যাতে আত্মার শক্তিতে চালিত হয় তার জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য যাতে এই শহরের জন্য পুনরুত্থিত হয় তার জন্য প্রার্থনা করুন।

“কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ভীতির আত্মা দেননি, বরং শক্তি, প্রেম এবং একটি সুস্থ মন দিয়েছেন।”

২ টিমোথি ১:৭ (এনকেজেভি)

৭ম দিন - ১৬ই মে

দামাস্কাস, সিরিয়া

দামাস্কাস, সিরিয়ার রাজধানী এই শহরটি দীর্ঘদিন ধরে তার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং একে বলা হয় "প্রাচ্যের মুক্তো" ও "জুঁইফুলের শহর"। এটি এখনও লেভান্ট এবং আরব বিশ্বের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

দুঃখের বিষয়, আজ এই শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের একটি বড় অংশ গৃহযুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশের অন্যান্য অংশ থেকে শরণার্থীরা দামাস্কাস-এ এসেছে, এবং তার ফলে আবাসন এবং অন্যান্য সম্পদের উপর চরম চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ব্যবসা এবং শিল্পে ব্যাঘাতের জন্য, এখানে বেকারত্ব এবং ব্যাপক দারিদ্র্য চরম সীমা ছুঁয়েছে।

বাশার আল-আসাদ এখনও ক্ষমতায় আছেন, এবং যীশুর সুসংবাদই হল সিরিয়ার নিরাময় ও রূপান্তরের জন্য একমাত্র সঠিক আশা। সৌভাগ্যবশত, অনেক সিরিয়ান রিপোর্ট করেছেন যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মশীহা তাদের স্বপ্নে এবং দর্শনে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

আসাদের নিপীড়নমূলক নিয়ন্ত্রণে দেশটিতে সংঘাত কমেছে এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে যীশু-অনুসরণকারী সিরিয়ানরা তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারছে এবং তাদের জনগণের সাথে একটি অমোঘ মূল্যের অবিনশ্বর মুক্তা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- হিংসার অবসান এবং দামাস্কাসের ৩১টি ভাষায় খ্রীস্ট উচ্চারণকারী বাড়ি গীর্জা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
- যীশুকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যে গসপেল সার্জ টিম কাজ করছে তাদের অতিপ্রাকৃত সুরক্ষা, প্রজ্ঞা এবং সাহসের জন্য প্রার্থনা করুন।
- উদ্বাস্তু, গরীব এবং হতাশাগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রার্থনা করুন তারা যাতে যীশুর নামে আশা এবং নিরাময় খুঁজে পায়।
- ঈশ্বরের রাজ্য যাতে চিহ্ন, বিস্ময় এবং সামরিক ক্ষমতা, ব্যবসা ও সরকারি নেতাদের মাধ্যমে অগ্রসর হয় তার জন্য প্রার্থনা করুন।

"এই রাজত্ব এবং শক্তি এবং গৌরব চিরকাল তোমারই। আমেন।"

ম্যাথিউ ৬:১৩ (এনকেজেভি)

৮ম দিন - ১৭ই মে

হোমস, সিরিয়া

হোমস হল সিরিয়ার একটি শহর যা দামাস্কাস থেকে ১০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সম্প্রতি ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, এখানে দেশের প্রাথমিক তেল শোধনাগারগুলি থাকার ফলে এটি একটি সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র ছিল।

আজ ক্রমাগত চলতে থাকা গৃহযুদ্ধের কারণে এই শহর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। হোমস ছিল সিরিয়ার বিপ্লবের রাজধানী, যা ২০১১ সালে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল দ্রুত এবং নৃশংস, এবং পরবর্তী বছরগুলিতে, হোমসে রাস্তায়-রাস্তায় চলতে থাকা লড়াই এই শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়।

এই যুদ্ধের কারণে মানুষকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা রীতিমত ভীতিপ্রদ। ৬.৮ মিলিয়ন মানুষ সিরিয়া থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ৬ মিলিয়নের বেশি শিশুর জরুরী সহায়তা প্রয়োজন। সিরিয়ার প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কিছুটা মানবিক সহায়তা প্রয়োজন।

যুদ্ধের আগে, জনসংখ্যার ১০% মানুষ খ্রীস্টান ছিলেন। বৃহত্তম সম্প্রদায় ছিল গ্রীক অর্থোডক্স। বর্তমানে, প্রোটেস্টান্টদের একটি ছোট সংখ্যালঘু অংশ এই দেশটিতে রয়েছে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন এই যুদ্ধে যারা অনাথ হয়ে গেছে এবং হোমসের রাস্তায় বাস করতে বাধ্য হচ্ছে তারা যেন সাহায্য এবং আশ্রয় পায়।
- সাম ১০-এর কথাগুলি প্রার্থনা করুন: “প্রভু, আপনি অসহায়দের জন্য আশার আলো জ্বালান।”
- প্রার্থনা করুন যাতে বর্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে হোমসের জনগণের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি হোক।
- সিরিয়ার জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রার্থনা করুন।

“আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি সেটা সম্পর্কে বলার জন্য আমরা সাহায্য করতে পারি না।”

অ্যাক্টস্ ৪:২০ (এনআইভি)

৯ম দিন - ১৮ই মে

ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজা

ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজা আজকের বিশ্বের এক অনন্য সত্তা। দুটি অঞ্চলের অংশগুলি স্বায়ত্তশাসিত, প্যালেস্তাইন-শাসিত অঞ্চলগুলির একটি সিরিজ নিয়ে গঠিত। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, যার আয়তন প্রায় ডেলাওয়ারের মতন, এর পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ইজরায়েল এবং পূর্ব সীমানায় রয়েছে জর্ডন। গাজা (যা গাজা স্ট্রিপ নামেও পরিচিত), যার আয়তন প্রায় ওয়াশিংটন ডিসি এর দ্বিগুণ, এর উত্তর সীমানায় রয়েছে ইজরায়েল এবং দক্ষিণ সীমানায় রয়েছে ইজিপ্ট বা মিশর।

গাজা স্ট্রিপ ২০০৭ সাল থেকে কার্যত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এর অধীনে রয়েছে এবং বহু বছর ধরে সংঘাত, দারিদ্র, এবং মানবিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

গাজার ৫০ শতাংশের তুলনায়, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের মোট জনসংখ্যার সম্পূর্ণ ৪৫ শতাংশ হল শিশু যাদের বয়স ১৫ বছরের নীচে।

ইজরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইজরায়েলের সাথে শুরু হওয়া যুদ্ধ একটি অনবরত চলতে থাকা মানবিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- সুসমাচারের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত, এবং বাস্তুচ্যুত পরিবারের কাছে পৌঁছানো যায় এবং তারা যীশুর অনুগামী হয়।
- যুদ্ধের মধ্যে অনাথ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির উদ্ধার ও যত্ন নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।
- সন্ত্রাসবাদী এবং চরমপন্থীদের রক্ষা করার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন।
- ইজরায়েল জুড়ে প্যালেস্তাইনি আরবদের মধ্যে বাড়ি গীর্জার আন্দোলনের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।

“প্রভু এবং তাঁর শক্তির জন্য প্রার্থনা করো; চিরকাল আরও বেশি করে তাঁকেই স্মরণ করো।”

১ ক্রনিকেলস্ ১৬:১১ (এনকেজেভি)

১০ম দিন - ১৯ই মে

জেরুজালেম, ইজরায়েল

"আনন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করো, গান গাইতে গাইতে তাঁর উপস্থিতির সামনে এসো।"

সাম ১০০:২ এনকেজেভি

জেরুজালেম হল তিনটি আব্রাহাম বিশ্বাসী ধর্মের তীর্থস্থান - ইহুদি, খ্রীস্টান এবং ইসলাম। ধর্মীয় এবং জাতিগত সংঘাতের পাশাপাশি এটি ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। ইহুদিদের আগত মশীহার প্রত্যাশায় মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের গায়ে প্রার্থনা করতে দেখা যায়, যিনি মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করবেন।

অন্যদিকে, মুসলিমরা সেই স্থানটি পরিদর্শন করে যেখানে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মোহাম্মদ স্বর্গারোহণ করেছিলেন এবং প্রার্থনা ও তীর্থ যাত্রার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।

একই সঙ্গে, খ্রীস্টানদের যীশুর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরার্বিভাবের স্থানগুলিতে ভ্রমণ করতে দেখা যায়।

জেরুজালেমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য অনেক কিছু রয়েছে, এবং প্রতি বছর গড়ে ৩ মিলিয়ন মানুষকে এই শহরে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও, এই অঞ্চলটি গভীর সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ফাটলের কারণে শান্তি অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে, যা ইজরায়েলকে তার প্রতিবেশীদের দেশগুলির থেকে বিভক্ত করেছে।

একটি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং ৩৯টি ভাষার মিশ্রণ, এই জায়গাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট, যা শুধুমাত্র শহরটিকে নিরাময় এবং রূপান্তরিত করবে না বরং একে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাবে।

প্রার্থনা করার উপায়:

- অবিশ্বাসী ইহুদিদের ঈর্ষার উদ্রেক করার জন্য প্রার্থনা করুন। মেষশাবকের রক্তের মাধ্যমে অন্ধত্বের আবরণ মুছে ফেলার জন্য প্রার্থনা করুন, যেখানে হাজার হাজার মানুষ পরিত্রাণের জন্য যীশুর নামে ডাকবে।
- জেরুজালেমের শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন - সাম ১২২
- জেরুজালেম পৃথিবীতে প্রশংসিত না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থনার একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করুন, ইশাইয়া ৬২
- জেরুজালেমের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় দুর্গ ভেঙে ফেলার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন।

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ এবং রান মিনিস্ট্রিস

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ হল রান মিনিস্ট্রির একটি ‘লাভজনক’ শাখা। প্যাটমোস টিম প্রতি বছর পাঁচটি প্রার্থনা গাইডের জন্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করে। প্রার্থনা গাইডগুলি ৩০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পার্টনার মিনিস্ট্রিগুলির জন্য ও সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য উপলব্ধ। প্রায় ১০০ মিলিয়নেরও বেশি যীশু অনুসরণকারীরা এই টুলস গুলি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৩০ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ঈশ্বর, রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) -কে প্রথম-প্রজন্মের যীশু অনুসরণকারীদের পাশে থাকতে এবং বিশ্বের যেসব জায়গায় এখনও সেভাবে পৌঁছানো যায়নি সেইসব জায়গায় আরও বেশি করে গীর্জা স্থাপনের প্রচেষ্টাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছেন।

রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে একটি ৫০১(সি) কর-ছাড়যোগ্য সংস্থা হিসাবে। একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক মিশন, রান হল ইসিএফএ-এর একটি দীর্ঘস্থায়ী সদস্য, লুসান চুক্তির সদস্যপদ নিয়েছে এবং মহান কমিশন পূরণে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানদের সাথে সহযোগিতা করে।

www.patmosgroup.org
পি.ও. বক্স ৬৫৫৮, ভার্জিনিয়া বিচ, ভিএ ২৩৪৫৬